দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 MAR 1997
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নিরক্ষরতা দূরীকরণে নয়া উদ্যোগ

আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সাবিক নিরক্ষরতা দূরীকরণে ইউনেস্কো একটি নয়া উদ্যোগের কথা সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছে। উদ্যোগটির শিরোনাম 'এপিল'। শব্দ মিলাইয়া ধরিলে ইংরেজীতে শিরোনামটি দাঁড়ায় 'এশিয়া প্যাসিফিক প্রোগ্রাম অব এডুকেশান ফর অল অর্থাৎ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সকলের জন্য শিক্ষা'। নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিঃ আমাদো মাহতার এমবো বলিয়াছেন, বর্তমান শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই যাহাতে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সকল স্তরের মানুষ নিদেনপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠার সুযোগ পায় সেই লক্ষ্যেই আলোচ্য উদ্যোগটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

উদ্যোগটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যাতত্ত্ব নিলে দেখা যায়, বিশ্বের প্রায় ৯০ কোটি নিরক্ষর লোকের শতকরা ৯০ ভাগই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসী। এই বিশাল অঞ্চলে জাপানসহ হাতেগনা দুই-চারটি দেশ বাদ দিলে বাকী দেশগুলি নিরক্ষরতার পাশাপাশি সমূহ দারিদ্র্যদশারও শিকার। কোন পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে দারিদ্র্য একা আসে না। দারিদ্র্যের সাথে সাথে আসে হতাশা, রোগ-ব্যাধি, অপরিকল্পিত জীবন যাত্রা, কুসংস্কার, রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তা এবং নিজের ও নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা আর অসচেতনতা। দরিদ্র দেশে এই জন্যই সহজে কোন মটিভেশান প্রোগ্রাম সাফল্যের মুখ দেখে না। দরিদ্র দেশে এই জন্যই রাজনীতি আর অর্থনীতি খুব সহজেই 'অর্গানাইজড মাইনোরিটি' এবং 'বিষ-দুষ্ট শ্রেণীর' খপ্পরে পড়ে। বলা বাহুল্য, এই সবকিছুরই মূলে আছে নিরক্ষরতা ও সুশিক্ষার অভাব। দুঃখের বিষয়, বহু দরিদ্র-উন্নয়নশীল দেশে এই বাস্তবতা স্বীকৃতি পায় নাই। কোন কোন দরিদ্র দেশে কাগজে-কলমে হয়তো নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তব অবস্থা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সেখানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ নেহায়েতই বাক্য-বিলাস আর কাগুজে ব্যাপার মাত্র।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ দরিদ্র দেশের জন্য অর্থনীতির প্রধান প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কিভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে জাতিকে মুক্ত করা যায় সেই বিষয়েও গ্রহণ করা উচিত কার্যকর পন্থা। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ভিত্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ। এই কথা বলা বাহুল্য মাত্র যে, দেশের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোন লক্ষ্যই রাখা হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই জরাজীর্ণ, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যসূচী এমনই অসম্পূর্ণ এবং লক্ষ্যহীন, প্রাথমিক শিক্ষকদের একটা বড় অংশ নিজেরাই এমন হতাশ আর বৈপ্লবিক শিক্ষাদানের জন্য অনুপযোগী যে, গোটা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এই হতমান দরিদ্র দেশে ত্বরিত নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সমাজে শিক্ষার আলো বিস্তারে কার্যকর কোন ভূমিকাই রাখিতে পারিতেছে না। কথাগুলি একটু রূঢ়, তবে সত্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক হার বিবেচনায় রাখিলে বলিতে হয় গত পঁচিশ বছরে শিক্ষার হার কমিয়াছে বৈ বাড়ে নাই।

ইউনেস্কোর উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ধারায় গৃহীত হইলে অঞ্চলের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশও নিশ্চয় কিছু না কিছু উপকৃত হইবে। তবে এই ধরনের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ পূর্ণমাত্রায় ফলপ্রসূ হইতে পারে তখনই, যখন দেশের শিক্ষাদান ও শিক্ষা বিস্তারের কাঠামোটি সচল আর কার্যকর হয়। আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামোটি 'খোড়বড়িখাড়া খাড়াবড়িখোড়' অবস্থায় হাঁটি-হাঁটি পা পা করিতেছে বহুকাল যাবৎ। এই ব্যবস্থার মধ্যে নতুন কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল সংযোজন করিতে না পারিলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জন করা যাইবে না। দেশের শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উচিত সভ্য আর উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা ঘাঁটিয়া আমাদের দেশের উপযোগী ও কার্যকর পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করা।